بسم الله الرحمن الرحيم

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা

সূরা নাসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার তিনটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করে একটি মাত্র ক্ষতি থেকে বাঁচার আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

সূরা ফালাক - ১১৩

পার্থিব ও শারীরিক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা

সূরা ফালাকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করে তিনটি ক্ষতি থেকে বাঁচার আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

নোট : দুয়োটি সুরার মধ্যে এই পার্থক্যের পিছনে কি রহস্য রয়েছে তা সামনে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ভূমিকা

সূরা নাস থেকে সূরা ফিল পর্যন্ত দশটি সূরা রয়েছে, এগুলি কুরআন শরীফের সবচেয়ে ছোট ছোট সূরা, যেগুলি আমরা ছোটকালে মুক্তবে মুখস্ত করে থাকি, এবং প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন আমরা নামাজের মধ্যে এগুলি পড়ে থাকি, তাই এই সূরাগুলির অর্থ এবং ব্যাখ্যা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমাদের নামাজের মধ্যে জান সৃষ্টি হবে, নামাজের প্রকৃত স্বাদ ও মাধুর্যতা ফিরে আসবে, নামাজ-রত অবস্থায় আমাদের মন নামাজের মধ্যেই থাকবে, এবং আমাদের নামাজ সেইরকম নামাজে পরিণত হবে যেরকম নামাজ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, নামাজ অবশ্যই মানুষকে খারাপ কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে, আজ আমাদের নামাজ সেই রকম হচ্ছে না বিধায় আমরা আজ নামাজও পড়ি সাথে সাথে গুনাহ করি, পাপাচারে লিপ্ত থাকি, আজ আমাদের নামাজ একটি মেশিনের নামাজে পরিণত হয়েছে, একটি মেশিনকে যেভাবে সুইচ অন করে দিলে নিজে নিজে চলতে থাকে এবং সুইচ বন্ধ করে দিলে বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আমাদের নামাজেরও সেরকম অবস্থা, সালাম ফেরানোর পরে কেউ যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে কোন রাকাতে কোন সূরা পড়া হয়েছে তাহলে আমাদের জন্য বলা মুশকিল হয়ে যায়, নামাজের এই দুরবস্থাকে সেই সময় দূর করা সম্ভব যখন, আমরা নামাজের মধ্যে

যা কিছু পড়ি তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা আমাদের মাথায় থাকবে,

সূরা নাস ও তার তরজমা

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ(1) مَلِكِ النَّاسِ(2) اِلٰهِ النَّاسِ(3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاس الْخَنَّاسِ(4) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ(5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ(6)

বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের (১)

সমস্ত মানুষের অধিপতির (২)

সমস্ত মানুষের মাবূদের (৩)

সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে পেছনে আত্মগোপন করে (৪)

যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় (৫)

সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে। (৬)

সূরা ফালাক ও তার তরজমা

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ (1) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ (4) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)

বল, আমি ভোরের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি (১)

তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে (২)

এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায় (৩)

এবং সেই সব ব্যক্তির অনিষ্ট হতে, যারা (তাগা বা সুতার) গিরায় ফুঁ দেয় (৪)

এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। (৫)

নবী (সাঃ) এর জীবনীর এক ঝলক

সূরা নাস থেকে সূরা ফীল, তথা শেষের ১০ টি সূরাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর একটা অংশ বলা যেতে পারে, যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন সূরা ফীল এর মধ্যে তার বর্ণনা পাওয়া যায়, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আ'মুল ফীল তথা হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি কোন গোষ্ঠীর ছিলেন তার বর্ণনা সূরা কুরাইশ এর মধ্যে পাওয়া যায়, এবং তিনি যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন চারপাশের পরিবেশ কেমন ছিল তার বর্ণনা সূরা মাউন এর মধ্যে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে আসার পর আল্লাহ তাআলা উনার উপর কিরকম মেহেরবানী ও দয়া করেছেন এবং কি কি নেয়ামত দিয়েছেন তার বর্ণনা সূরা কাওসার এর মধ্যে এসেছে, পৃথিবীতে আসার পর উনার মিশন কি হবে তথা একত্ববাদের ঘোষণা করা, এবং একত্ববাদকে কুফুর ও শিরিক থেকে মুক্ত করা, তার বর্ণনা সূরা কাফিরুন এর মধ্যে এসেছে, এই মিশন সাকসেস হয়ে গেলে তার ফলাফল কি হবে তার বর্ণনা সূরা নাসরের মধ্যে এসেছে, এবং এই মিশনকে সম্পূর্ণ করার সময় কি কি নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হবে তার বর্ণনা সূরা লাহাব এর মধ্যে এসেছে, পরিশেষে সিরাতে মুস্তাকিম তথা গোটা কুরআন শরীফের সারাংশ সূরা ইখলাস এর মধ্যে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে, গোটা কুরআন শরীফে আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের অতি মূল্যবান যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার রক্ষা ও হেফাজতের জন্য সর্বশেষে সূরা নাস ও ফালাক রূপে অতি শক্তিশালী একটি লক দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে

করে আমরা সিরাতে মোস্তাকিম এর উপর আমল করতে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন শয়তানের কু মন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে পারি।

সূরা নাস ও ফালাকের নামকরণ

সূরার নামকরনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ওই সূরার মধ্যে বর্ণিত কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অথবা ওই সূরায় বর্ণিত কোন একটি শব্দকে কেন্দ্র করে করা হয়ে থাকে, সূরা নাস এবং সূরা ফালাক এর মধ্যে যেহেতু নাস ও ফালাক এই দুইটি শব্দ এসেছে, এখান থেকেই এই দুইটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে,

সূরা নাস ও ফালাকের আরেক নাম হচ্ছে ,,মুআউবিযাতাইন,, অর্থাৎ "দুটি আশ্রয় প্রার্থনাকারী সূরা। এই নামটি
হাদিস থেকে নেওয়া হয়েছে, কেননা সহীহ হাদিসের মধ্যে সূরা নাস ও ফালাককে এই নামেই বর্ণনা করা হয়েছে।

সামনে ও পিছনের সূরার মধ্যে সম্পর্ক

১) সূরা ফাতিহার মধ্যে গোটা কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর সারাংশ তুলে ধরা হয়েছিল অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে সিরাতে মুস্তাকিম এর উপর আসতে হবে, তারপর পুরা কুরআন শরীফে ওই সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল পথের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এই

সীরাতে মুস্তাকিম ও তার শিক্ষা ও সংস্কৃতিই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাই সর্বশেষে এই মূল্যবান সম্পদ রক্ষার জন্য মুসলিম উম্মাহকে সূরা নাস ও ফালাকের রূপে একটি শক্তিশালী লকের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে মুসলিম উম্মাহ তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

২) সূরা নাস ও ফালাকের পূর্ববর্তী সূরা সূরা ইখলাসের মধ্যে বিশুদ্ধ এবং পারফেক্ট একত্ববাদ তথা সর্বক্ষেত্রে একই আল্লাহকে স্মরণ করার বর্ণনা এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে সূরা নাস ও ফালাকের মধ্যে সমস্ত বিপদ-আপদ ও কঠিনতার মধ্যে শুধুমাত্র এক আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

৩) সূরা ফাতিহার মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে সরল পথের উপর চলার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, আর সরল পথে চলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা দুইটি জিনিস: ১) নফস্ শয়তান, তাই সূরা নাস এর মধ্যে এই দুইটি জিনিস থেকে বাঁচার উপায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) সূরা নাসের প্রথম আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম রব (অর্থাৎ লালন পালনকারী) শব্দ দ্বারা

আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের মধ্যে রব শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।

৫) সূরা নাস এর দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের মধ্য থেকে মালিক শব্দ দ্বারা আশ্রয় চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার ৩ নাম্বার আয়াতের মধ্যে মালিক শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।

৬) সূরা নাসের মধ্যে তৃতীয় ধাপে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি সূরা ফাতিহার মধ্যে তৃতীয় ধাপে আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথ পদর্শনের জন্য আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

৭) কুরআনের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সূরা ফাতিহা ও সূরা নাসের মধ্যে একটি সম্পর্ক এটিও বর্ণনা করেছেন যে সূরা ফাতিহাকে শুরু করা হয়েছে بسم الله এর ب দিয়ে, আর সূরা নাসকে শেষ করা হয়েছে من الجنة و الناس এর س দিয়ে, ب এবং س কে একসাথে মিলালে হবে بَس যার অর্থ হচ্ছে যথেষ্ট, এ থেকে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত যে কুরআন দিয়েছেন তা আমাদের দুনিয়া ও

আখেরাতের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট।

সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ফজিলত

সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস—এই দুই সূরাকে একসাথে মু'আওব্বিজাতাইন বলা হয়, যার অর্থ হলো "দুটি আশ্রয় প্রার্থনাকারী সূরা।" এ দুটি সূরা শয়তানের অনিষ্ট, জিন-মানুষের কুদৃষ্টি ও সব ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া হিসেবে মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন।

কুরআন ও হাদিসের মধ্যে সূরা নাস ও সূরা ফালাক এর অসংখ্য ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে:

১. সর্বোত্তম দোয়া ও রক্ষা কবচ

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,
"নবী (সাঃ) যখন রাতে বিছানায় যেতেন, তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে নিজের হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন, তারপর শরীরের যে অংশ পর্যন্ত পারতেন, সেখানে হাত বুলিয়ে দিতেন।"(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫০১৭)

২. জাদু ও বদনজর থেকে রক্ষা

হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,
"নবী (সাঃ)-এর ওপর যখন জাদু করা হয়, তখন তিনি

আল্লাহর নির্দেশে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করেন এবং সেই জাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত হন।"
(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৭৩৫)

৩. রাতে ও সকালে তিনবার পাঠের গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
"তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) তিনবার পড়বে, তাহলে সব ধরনের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।"
(তিরমিজি, হাদিস: ৩৫৭৫)

৪. প্রতিদিন ঘুমানোর আগে পড়ার নির্দেশনা

রাসুল (সাঃ) বলতেন,
"প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এই দুটি সূরা (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়বে, তাহলে রাতভর আল্লাহর হেফাজতে থাকবে।"
(আবু দাউদ, হাদিস: ৫০৮২)

সূরা নাস ও সূরা ফালাক এর শানে নুযুল

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন:

> "একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর এক ইহুদি ব্যক্তি জাদু করেছিল। ফলে কয়েকদিন তিনি মনে করতেন যে, তিনি কিছু কাজ করছেন, অথচ তা করেননি। এরপর একদিন তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন এবং দুই ফেরেশতা এসে তাঁকে জানালেন যে, এক ইহুদি ব্যক্তি

এক কূপে তাঁর কিছু চুল ও চিরুনির দাঁত ব্যবহার করে জাদু করেছে।"
এরপর জাদুর গিঁট খুলতে এবং এর প্রভাব দূর করতে সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দুটি সূরা তিলাওয়াত করে জাদুর প্রভাব মুক্ত হন। (সহিহ বুখারি (৫৭৬৫) ও সহিহ মুসলিম (২১৮৯):

সূরা ফালাক ও সূরা নাস যদিও বিশেষভাবে নাযিল করা হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর উপর থেকে জাদুর প্রভাব দূর করার জন্য। তবে এগুলো কেবল সেই নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য নয়; বরং প্রতিটি মুসলিম এগুলো পড়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা, মানুষের হিংসা, জাদু ও সকল ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে পারেন। এজন্য এই দুই সূরাকে "আশ্রয় প্রার্থনার সূরা" বলা হয় এবং নিয়মিত পাঠের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের ব্যাখ্যা

,الْخَنَّاس,

এর অর্থ হচ্ছে পিছনে চলে যাওয়া, পিছনে আত্মগোপন করা, সূরা নাসের চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী আপনি বলুন আমি আশ্রয় চাচ্ছি সেই কুমন্ত্রণা দাদার অনিষ্ট হতে যে পিছনে আত্মগোপন করে, সূরা নাসের শেষের আয়াত বলা হয়েছে কুমন্ত্রণা দাতা সে

জিন জাতি থেকেও হতে পারে এবং মানুষ জাতি থেকেও হতে পারে, এতে বুঝা গেল মানুষকে শুধু শয়তানই কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দেয় না, মানুষরূপী শয়তানও মানুষকে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে থাকে, হাদিসের মধ্যে এসেছে মানুষের আত্মার পাশে ছোট ছোট দুইটি ঘর রয়েছে, একটির মধ্য থেকে ফেরেশতারা মানুষকে ভালো কাজের দিকে অনুপ্রেরণা দেয়, অন্যটির মধ্য থেকে শয়তান মানুষকে খারাপ কাজের নির্দেশনা দেয়, এমতাবস্থায় মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে বা আল্লাহর জিকির করে ঠিক তখনই শয়তান পশ্চাতে গমন করে অর্থাৎ দূরে পালিয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মানুষের উপর শয়তানের কোন শক্তি নেই, শয়তান কোন মানুষকে হাত ধরিয়ে জোর জবরদস্তি করে গুনার কাজে লিপ্ত কর না তার ডিউটি হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষের দিলের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিলে দেওয়া, তাই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকতে হবে, এবং তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে যখনই মনের মধ্যে কোন খারাপ ধারণা আসে সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা,

অন্যদিকে শয়তান রুপি কিছু মানুষও আছে যারা প্রতিনিয়ত মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে, তাদেরকে খারাপ কাজের দিকে আসক্ত করে থাকে, এবং কুমন্ত্রণা দিয়ে সে তো চলে যায় তথা পশ্চাতে গমন করে কিন্তু তার কুমন্ত্রণায় এসে কত মানুষ পথ হারা হয়ে যায়, আমারই

একটি উদাহরণ দিতে চাই, যখন আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দে আসার জন্য পুরোপুরি রেডি হয়ে গিয়েছিলাম, তখন একজন আলিম আমাদের বাড়িতে আসে এবং আমার মা-বাবাকে বলতে থাকে এত দূরে যাওয়ার কি দরকার, তোমার কোন জিনিসটা বুঝে আসেনা আমার কাছে নিয়ে আসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো, অথচ সেই ভালো করে জানত যে দারুল উলুম দেওবন্দে লেখাপড়া করলে ভবিষ্যতে আমার কি কাজে আসবে, আমি কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু তারপরও সে এ কথাটা বলেছিল, তার এই কথাটিকে আমি এখনোও কুমন্ত্রণা হিসেবেই দেখি।

,رب,

আরবি "رَبّ" (রব) শব্দটি কোরআন ও হাদিসে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মূলত প্রভু, মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, পালনকর্তা, রক্ষাকারী, নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। মূল আরবি শব্দ "رَبَّ يَرُبُّ" ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে, যার অর্থ বড় করা, প্রতিপালন করা, দেখভাল করা ইত্যাদি।

আল্লাহ "রব" হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি ধারণ করেন:

তিনি সকল সৃষ্টিকে রিজিক – (আর-রজ্জাক) الرَّزَّاقُ 1 দান করেন।
তিনি পরম দয়ালু ও – (আর-রহীম) الرَّحِيمُ 2 মেহেরবান।
তিনি সর্বকিছুর – (আল-মুহাইমিন) المُهَيْمِنُ 3 রক্ষণাবেক্ষণকারী।
তিনি সৃষ্টিকর্তা। – (আল-খালিক) الخَالِقُ 4
তিনি পরম প্রেমময়। – (আল-ওয়াদুদ) الوَدُودُ 5

রব শব্দের গুরুত্ব:

✅ ইসলামে তাওহিদের মূল ভিত্তি "রবুবিয়্যাহ", অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক।
✅ ইবাদতের জন্য "রব" শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আল্লাহর প্রতি বান্দার আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করা আবশ্যক।
✅ দোয়া ও জিকিরে "রব" শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়, যেমন "রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ..."

কোরআনের শুরুতে (সূরা ফাতিহা) ও শেষে সূরা (সূরা নাস) "রব" শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, আল্লাহই একমাত্র রব, যিনি বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহার মধ্যে আমরা যে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া

করেছি তার শুরুও আল্লাহ থেকে এবং শেষও আল্লাহর উপর হবে,

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর রবুবিয়্যাতের ওপর বিশ্বাস ও আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

,,ومن شر غاسق اذا وقب,,

অর্থাৎ হে নবী বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা ছেয়ে যায়, এখানে ,,গাছিক,, শব্দ দ্বারা অন্ধকার রাতকে বোঝানো হয়েছে, কারণ বেশিরভাগ নোংরামি, খারাপ কাজ, অসভ্যতা, যিনা ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, বদমাশি, মোবাইলে পর্নোগ্রাফির আসক্ততা, সব কিছু রতের অন্ধকারেই হয়ে থাকে, তাই আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার রাতের অনিষ্ঠতা থেকে আমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য বলেছেন,

,,حاسد,,

,,হাসিদ,, শব্দের অর্থ হচ্ছে হিংসা কারি, পরিভাষায় হাসাদ (الحسد) বা হিংসা বলতে এমন এক মানসিক অবস্থা বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যের প্রাপ্ত ভালো কিছু দেখে কষ্ট পায় এবং চায় যে, সেই কল্যাণ বা নেয়ামত তার কাছ থেকে চলে যাক,

এই হাসাদ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এত বড় জঘন্য কাজ যেটি সর্বপ্রথম আসমানে প্রকাশ পেয়েছিল, যখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে বলেন তখন এই হাসাদের কারণেই ইবলিশ শয়তান হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে রাজি হয়নি, সে বলেছিল আমি আগুনের তৈরি, আগুনের গুণ হচ্ছে উপরের দিকে ওঠা, আর আদম হচ্ছে মাটির তৈরি আর মাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিচের দিকে যাওয়া, তাই আদম থেকে আমি শ্রেষ্ঠ, আমি কেন আদমকে সেজদা করব,

এটিই সেই ভয়ংকর ও জঘন্য কাজ যেটি সর্বপ্রথম এই পৃথিবীর বুকে প্রকাশ পেয়েছিল, এই হাসাদ তথা হিংসার কারণেই হযরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল,

কুরআন ও হাদিসের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা হাসাদ তথা হিংসার ভয়ানক ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরেছেন:

১. কোরআনের দৃষ্টিতে হাসাদ:

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন—

সূরা আল-ফালাক (১১৩:৫):

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
"এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে"

এই আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন, কারণ হাসাদ মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক।

✅ সূরা আল-বাকারাহ (২:১০৯):
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم
"কিতাবীদের অনেকেই চায়, তোমরা ঈমান আনার পর আবার কুফরে ফিরে যাও, শুধুমাত্র তাদের অন্তরে থাকা হিংসার কারণে"

এখানে আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সেই ঈর্ষার কথা উল্লেখ করেছেন যা তাদেরকে সত্য গ্রহণ করতে বাধা দেয়।

২. হাদিসের দৃষ্টিতে হাসাদ:

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

✅ "হাসাদ বা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ এটি নেক আমলকে আগুনের মতো পুড়িয়ে দেয়"

(আবু দাউদ: ৪৯০৩, তিরমিজি: ২৫১০)

✅ "এক ব্যক্তির অন্তরে ঈমান ও হিংসা একসাথে থাকতে পারে না।"
(নাসাঈ: ৩১০৯)

✅ "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।"
(বুখারি: ৬০৬৫, মুসলিম: ২৫৬৩)

৩. হাসাদের ধরন

হাসাদ দুই প্রকার হতে পারে:

১. নিন্দনীয় হাসাদ (حرام الحسد)

এটি হলো অন্যের ভালো কিছু দেখে তা নষ্ট হয়ে যাক বা তার কাছ থেকে চলে যাক—এমন কামনা করা। ইসলামে এটি সম্পূর্ণ হারাম এবং আত্মিক রোগ।

২. গিবতাহ (غِبْطَة) বা ভালো ঈর্ষা

এটি হলো, অন্যের ভালো দেখে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং

নিজের জন্যও সে রকম কল্যাণ কামনা করা, তবে অন্যের ক্ষতি না চাওয়া। এটি নিষিদ্ধ নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
✅ "শুধুমাত্র দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা জায়েয: এক. যে ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করে; দুই. যে ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান পেয়ে তা শিক্ষা দেয় এবং সে অনুযায়ী আমল করে।"
(বুখারি: ৭৫৩৪, মুসলিম: ৮১৫)

৪. হাসাদের ক্ষতিকর দিক

১. **আত্মিক অশান্তি**: হিংসুক ব্যক্তি নিজের জীবনেও শান্তি পায় না।
২. **গুনাহ বৃদ্ধি**: হিংসা অন্যায় কাজ, গীবত, অপবাদ ইত্যাদির দিকে নিয়ে যায়।
3. **সম্পর্ক নষ্ট হয়**: এটি সমাজে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে।
৪. **নেক আমল নষ্ট হয়**: রাসুল ﷺ বলেছেন, এটি আগুনের মতো নেক আমল ধ্বংস করে দেয়।
৫. **আল্লাহর তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি**: অন্যের ভাগ্য দেখে হিংসা করা মানে আল্লাহর দেওয়া ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হওয়া।

৫. হাসাদ থেকে মুক্তির উপায়

✅ ১. **আল্লাহর তাকদীরের ওপর বিশ্বাস রাখা**: বুঝতে হবে, আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তা তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য।
✅ ২. **শোকরগুজার হওয়া**: নিজের নেয়ামতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।
✅ ৩. **অন্যের জন্য দোয়া করা**: হিংসার বদলে তার জন্য কল্যাণ কামনা করা।
✅ ৪. **হাসাদের বিরুদ্ধে দোয়া পড়া**: সূরা ফালাক ও সূরা নাস নিয়মিত পড়া।
✅ ৫. **ভালো কাজ করা**: হাসাদ থেকে মুক্তি পেতে দান-সদকা করা ও আল্লাহর পথে চলা।

বিশেষ রহস্য ও গভীরতা

_____সূরা নাসের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার তিনটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করে একটিমাত্র ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সূরা ফালাক এর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার একটি মাত্র গুণবাচক নাম ব্যবহার করে তিনটি ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, দুইটি সুরার মধ্যে এই পার্থক্যের গভীর রহস্য রয়েছে:

১) সূরা নাসের মধ্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তথা অভ্যন্তরীণ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয়

চাওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সূরা ফালাকের মধ্যে পার্থিব ও শারীরিক তথা বাহ্যিক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, আর বাহ্যিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে অভ্যন্তরীণ ও ধার্মীক ক্ষতি বেশি ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই সূরা নাসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার তিনটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করা হয়েছে অন্যদিকে সূরা ফালাক এর মধ্যে একটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

_____সূরা নাসের মধ্যে ,নাস, শব্দটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে, এই শব্দটি পাঁচবার ব্যবহার করার পিছনে রহস্য হচ্ছে,

প্রথমবার এসেছে শিশুদের জন্য যে, তাদের লালন পালনকারী হচ্ছে আল্লাহ।

দ্বিতীয়বার এসেছে জোয়ানদের জন্য যে, তাদের লালন পালনকারীও হচ্ছে আল্লাহ।

তৃতীয়বার এসেছে বৃদ্ধদের জন্য যে, তাদেরও লালন পালনকারী হচ্ছে আল্লাহ।

চতুর্থবার এসেছে নেক কথা ভালো লোকদের জন্য যে, শয়তান তাদের মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয় এবং তাদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করে।

পঞ্চমবার এসেছে অসৎ লোকদের জন্য যে, শয়তান তাদের অসৎ কাজের মধ্যে ব্যাপকতা প্রদান করে।

(তাফসীরী নিকাত পীর জুলফিকার সাহেব)

আমাদের শিক্ষা

সূরা নাস ও সূরা ফালাক থেকে আমাদের শিক্ষা

সূরা আন-নাস ও আল-ফালাক—এই দুটি সূরা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার বার্তা বহন করে। এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিপদ-আপদ, শয়তানের কুমন্ত্রণা, হিংসা, বদনজর এবং অন্যান্য অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় শেখায়।

১. আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল)

এই দুটি সূরা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রক্ষাকারী।

> "বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি ভোরের প্রতিপালকের নিকট...।" (সূরা ফালাক: ১)
"বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের কাছে...।" (সূরা নাস: ১)

২. হিংসা ও বদনজর থেকে সতর্ক থাকা

সূরা ফালাকে বলা হয়েছে,

> "আমি আশ্রয় চাচ্ছি... হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।" (সূরা ফালাক: ৫)

এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষের হিংসা ও বিদ্বেষ অনেক ক্ষতি করতে পারে। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া এবং হিংসা থেকে বাঁচতে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করা।

৩. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার শিক্ষা

সূরা নাসে বলা হয়েছে,

> "আমি আশ্রয় চাচ্ছি... সেই কুবুদ্ধি দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুবুদ্ধি প্রদান করে।" (সূরা নাস: ৪-৫)

এ থেকে বোঝা যায়, শয়তান সবসময় আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করতে চায়। তাই আল্লাহর সাহায্য কামনা করা এবং তার দেখানো সঠিক পথে চলা জরুরি।

৪. সকাল-বিকালে ও বিপদের সময় এই সূরা পাঠের গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে পড়তেন এবং উম্মতকেও এটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি নিয়মিত এই দুটি সূরা পাঠ করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।

উপসংহার

সূরা নাস ও সূরা ফালাক আমাদের শিক্ষা দেয় যে,
✅ বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে আল্লাহর ওপর নির্ভর

করা উচিত।
✅ মানুষের হিংসা, জাদু-টোনা ও বদনজর থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।
✅ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।
✅ প্রতিদিন সকাল-বিকাল ও ঘুমানোর আগে এই দুটি সূরা পড়া অভ্যাস করা দরকার।

এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করলে আমরা আমাদের জীবনকে শয়তান ও মানুষের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখতে পারবো এবং আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবো।